গাংনীতে কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে অসুস্থ ১৪ শিশু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় কাঠবাদাম ভেবে জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল খেয়ে বিভিন্ন বয়সী অন্তত ১৪ শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অতিরিক্ত পেটব্যথা ও বমি হওয়ায় তাদের মধ্যে ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের দেওয়া চিকিৎসায় তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের মধ্যে রয়েছে মোস্তাকিন (১২), কাফি (১২), আমেনা খাতুন (৩), হালিমা (৯), রক্তিমা (১১), রিয়াদ (১১), ফেরদৌস (১০), ফুয়াদ (১২) ও মোস্তাকিম (৯)। অন্যদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গেছে, গত রোববার (৫ জুলাই) বিকেলে প্রতিদিনের মতো গ্রামের শিশুরা খেলতে বের হয়। একপর্যায়ে সড়কের পাশে থাকা একটি জিয়ালা গাছের কাঁচা ফল কাঠবাদাম ভেবে কয়েকটি করে খায়। মিষ্টি স্বাদের হওয়ায় শিশুরা তৃপ্তি করে ফলটি খায়। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সমস্যা দেখা না দিলেও সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর একে একে তাদের পেটব্যথা ও বমি শুরু হয়।

বিষয়টি বুঝতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। অসুস্থ হয়ে পড়ে অন্তত ১৪ শিশু। তাদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

অসুস্থ শিশু মোস্তাকিনের মা শাহনাজ পারভীন বলেন, তার ছেলে বাড়ি ফেরার পরই বমি শুরু করে এবং তীব্র পেটব্যথায় ভুগতে থাকে। প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হলেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালে ভর্তি ফুয়াদ জানায়, খেলার সময় এক বন্ধু ফলটি খেতে ভালো বলে জানালে তারা গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে শুরু করে।

পরে অন্য শিশুরাও তাদের দেখাদেখি ফল খায়। খাওয়ার সময় কোনো

সমস্যা না হলেও বাড়ি ফেরার পর বমি ও পেটব্যথা শুরু হয়।

অভিভাবকরা জানান, জিয়ালা গাছের ফল সাধারণত কেউ খায় না। বড়রা জানলেও শিশুরা জানত না যে এই ফল খাওয়া ক্ষতিকর। এর আগে গ্রামের কেউ এ ফল খেয়েছে বলেও জানা যায়নি।

চিকিৎসক জানান, স্থানীয়ভাবে জিয়ালা কচা নামে পরিচিত বার্বাডোজ নাট গাছের ফল ও পাতা খেলে পেটব্যথা, বমি এবং তীব্র ডায়রিয়া হতে পারে। অসুস্থ শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত রয়েছে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, জিয়ালা গাছ সাধারণত বসতবাড়ি ও ক্ষেতের বেড়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। গরু-ছাগলও এ গাছের পাতা বা ফল খায় না, তাই এটি বেড়া হিসেবে বেশ কার্যকর।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে ১১ পিস ইয়াবাসহ মো: সাজু আহমেদ (২৩) নামের একজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

শনিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ইয়াবাসহ আটক করে ডিবি।

আটক সাজু আহমেদ মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বাসিন্দা।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি প্রদীপ কুমার সানা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের নীল এন্টার প্রাইজের সামনে ইয়াবা বিক্রয়কালে সেখানে ১১ পিচ ইয়াবা সহ আটক করে ডিবি।

আটককৃত সাজু আহমেদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সেই আলম চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে উপজেলা প্রশাসন

একই ব্যক্তি একই সাথে একটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং আবার একই ইউনিয়নের সরকারি কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার)!

সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বা কোষাগার থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার আইনি নিষেধাজ্ঞা তোয়াক্কা না করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে এমন নজিরবিহীন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

তিনি তিনটি পদ থেকেই নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর প্রতিদিনে এই সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের পর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের একটি চিঠির প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

তদন্ত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মু. আলম হুসাইন ২০১৮ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তবে তার যোগদানের পর থেকেই ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রায় ৫৫৩ জন শিক্ষার্থী ও ৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারী সম্বলিত বিদ্যালয়টিতে প্রশাসনিক স্থবিরতা ও শিক্ষার মান ধসে পড়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায় যে, প্রধান শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে আসেন না। ফলে অন্য শিক্ষকেরাও নিজেদের ইচ্ছামতো চলেন এবং সুন্দর খেলার মাঠ থাকা সত্ত্বেও কোনো খেলাধুলার আয়োজন করা হয় না। নাম প্রকাশে

অনিচ্ছুক শিক্ষকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, একজন মানুষের পক্ষে একই সাথে একটি পুরো ইউনিয়ন পরিষদ ও বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব। বিদ্যালয়টি বর্তমানে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, ২০২২ সালে দ্বিতীয়বারের মতো কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া আলম হুসাইন সপ্তাহে মাত্র এক থেকে দুই দিন পরিষদে আসেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মতিয়ার রহমান জানান, জরুরি কাজের জন্য নাগরিকদের চেয়ারম্যানের ‘হাড়াভাঙ্গা’ এলাকার নিজস্ব অফিসে গিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে আনতে হয়, যা সাধারণ মানুষের জন্য চরম হয়রানি ও ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালে কাজিপুর ইউনিয়নের কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার) হিসেবে নিয়োগ পান আলম হুসাইন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা অনুযায়ী, কাজী নিয়োগ কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আলম হুসাইন তৎকালীন সময়ে চেয়ারম্যান পদে থেকে নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটিতে ছিলেন, যা চরম স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এবং নীতিবহির্ভূত।

সরকারি চাকুরিজীবী আইন ও এমপিও নীতিমালা মোতাবেক এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন পদে কর্মরত থেকে অন্য কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত থাকা চাকুরির শর্তাবলির স্পষ্ট লঙ্ঘন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ মোতাবেক একজন কাজী সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সবেতনে (মাসিক বেতন বা আর্থিক সুবিধায়) চাকরি করতে পারবেন না।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ মোতাবেক কোনো জনপ্রতিনিধি একই সাথে সরকারের অন্য কোনো লাভজনক পদে বা সবেতন চাকুরিতে অধিষ্ঠিত থাকতে বা একাধিক উৎস থেকে আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না।

সম্প্রতি মাউশি’র জারি করা এক আদেশে বলা হয়েছে, এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক বা কর্মচারীর একই সময়ে দুটি লাভজনক পদ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ নেই।

ফলে তাঁকে এমপিও বেতন-ভাতা অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য সম্মানী যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে।

মেহেরপুরে ১১ দলীয় জোটের গণমিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী ও গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে গণমিছিল করেছে ১১ দলীয় জোট। শনিবার (৪ জুলাই) বিকেলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গণমিছিলে সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সুরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

মেহেরপুরে এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী প্রেস ক্লাবে কেক কেটে বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রেজ আন উল বাসার তাপসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উল দৌলা রেজা, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এনটিভি বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশের গণমাধ্যমে আস্থার প্রতীক হিসেবে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

পরে অতিথি ও সাংবাদিকরা এনটিভির ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়ায় বিরোধের জেরে বিষ প্রয়োগে ফসল বিনষ্টের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বিষ প্রয়োগ করে ফসল বিনষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মোল্লা পাড়ার শামসুদ্দিনের ছেলে বাদলের সাথে একই পাড়ার আঃ রহমানের ছেলে সুজন, হাসান এবং মৃত শাহাদতের ছেলে মান্নানের মধ্যে গত এক বছর ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে।

এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার শালিস-বৈঠকও হয়েছে। শালিসে বাদলের পক্ষে রায় হলেও সুজন ও তার লোকজন প্রথমে তা মেনে নিয়ে পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ আরও চাঙ্গা হয়ে

ওঠে।

বাদলের অভিযোগ, এই বিরোধের জেরে গত বুধবার (১ জুলাই) দুপুরে প্রতিপক্ষ সুজন, হাসান ও মান্নান মোল্লাপাড়ার বেন্জন মাঠে তাঁর এক বিঘা জমিতে বিষ ও এসিড প্রয়োগ করে। এতে জমিতে থাকা সম্পূর্ণ লিপিয়ারা ঘাস ও ধনচে ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এতে তাঁর লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে দাবি করে বাদল বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

বাদল আরও জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (৩ জুলাই) বিকেলে গাংনী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) অঙ্কুশ ঘটনাস্থল তদন্তে যান। পুলিশ তদন্তে এলে সুজন ও হাসান গ্যাং উল্টো বাদী পক্ষকে প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি প্রদান করে।

এ বিষয়ে জানতে প্রতিপক্ষ সুজন ও তাঁর লোকজনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশি তদন্ত চলমান রয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সভাপতি গনি-উল-আজম, আহসান হাবিব সাধারণ সম্পাদক

ঢাকায় বসবাসরত মেহেরপুর জেলার মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতি জোরদারের লক্ষ্যে কাজ করে আসা মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের দুই বছর মেয়াদি নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

নবগঠিত কমিটিতে গনি-উল-আজম সভাপতি এবং আহসান হাবিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি সেলিম আহমেদ এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক

এম. এ. এস. ইমনের উদ্যোগে গঠিত পাঁচ সদস্যের নির্বাচক কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নতুন কমিটি অনুমোদন করা হয়। নির্বাচক কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন আহসান হাবিব, মর্তুজা বুলবুল এবং অ্যাডভোকেট মাহমুদুল হাসান মিলন।

এছাড়া কমিটির অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মর্তুজা বুলবুল, সহ-সভাপতি মাসুদ রেজা, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহমুদুল হাসান মিলন, সহ-সভাপতি শারমিন সুলতানা রত্না, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিল্টন এইচ. বিশ্বাস ও সাইদ আহমেদ সাইক্লোন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক তছলিমা খাতুন, কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ, দপ্তর সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, সদস্য সেলিম আহমেদ, সদস্য এম. এ. এস. ইমন এবং সদস্য ও মুখপাত্র বিকলুস আহমেদ।

নির্বাচক কমিটি নবগঠিত কমিটিকে আগামী তিন মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া এবং একটি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বানের অনুরোধ জানিয়েছে।

বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক এম. এ. এস. ইমন এক শুভেচ্ছা বার্তায় নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকায় বসবাসরত মেহেরপুরবাসীর মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করতে কাজ করে যাচ্ছে। নবগঠিত কমিটির নেতৃত্বে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল, সুশৃঙ্খল ও জনকল্যাণমুখী হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।”

তিনি সংগঠনের সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং মেহেরপুরবাসীর প্রতি নতুন কমিটির পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান এবং নবগঠিত কমিটির সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করেন।

মেহেরপুরের মল্লিক পাড়াই

আলামিন স্পোর্টসের উদ্বোধন

বিশ্বকাপ উপলক্ষে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য বিভিন্ন দেশের জাতীয় দল ও জনপ্রিয় ক্লাবের জার্সি সুলভ মূল্যে সরবরাহের লক্ষ্যে মেহেরপুরে যাত্রা শুরু করেছে আলামিন স্পোর্টস।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের মল্লিকপুকুর এলাকায় ফিতা কেটে দোকানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দোকানটির স্বত্বাধিকারী মো. আল আমিন জানান, বিশ্বকাপ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলের জার্সির পাশাপাশি জনপ্রিয় ক্লাবগুলোর জার্সিও তাঁর প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে। ক্রেতাদের জন্য মানসম্মত পণ্য সুলভ মূল্যে সরবরাহের চেষ্টা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বকাপের উন্মাদনায় ফুটবলপ্রেমীদের পছন্দের জার্সি সহজলভ্য করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস সামগ্রী বিক্রির পরিধি আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ক্রীড়াপ্রেমী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রশিবিরের হেল্প ডেস্ক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে হেল্প ডেস্ক পরিচালনা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পৌর কলেজে এ হেল্প ডেস্ক বসানো হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম, জেলা সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, পৌর সভাপতি মো. কামরুল ইসলাম নাহিদ, পৌর সেক্রেটারি হাসানুজ্জামান, কলেজ সেক্রেটারি আমির হামজা এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় পানি, কলম, ঔষধ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

এ সময় নেতৃবৃন্দ পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন এবং বলেন, শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাত্রশিবিরের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ। পরীক্ষার্থীরা এ সেবামূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুরে আজ এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও আজ বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে এইচএসসি, এইচএসসি (বিএম), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও আলিম মিলিয়ে মোট ৪ হাজার ৯৮৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সাধারণ এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার ৮টি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছেন ৩ হাজার ৯১৭ জন পরীক্ষার্থী।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ৭৬৯ জন, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে পৌর ডিগ্রি কলেজ, এআরবি কলেজ ও যাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৪৭ জন এবং পৌর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোট ৫৫৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

মোট ৬৫০ জন, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ৪৮৯ জন এবং বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন। এছাড়া মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ১১৭ জন এবং মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ কেন্দ্রে ২৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় জেলার ৩টি কেন্দ্রে মোট ৬৭০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ২০৮ জন, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে ৪১৭ জন এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন।

এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ২টি কেন্দ্রে মোট ২৪০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ১৭০ জন এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৭০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

অন্যদিকে, আলিম পরীক্ষায় জেলার একটি কেন্দ্রে মোট ১৫৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন। কবি নজরুল ইসলাম শিক্ষা মঞ্জিল কেন্দ্রে জেলার ছয়টি মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন।

পরীক্ষা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। জেলা সদরের কেন্দ্রগুলোতে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিটি কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের পাশাপাশি কেন্দ্র কমিটি, হল সুপার ও কক্ষ পরিদর্শকদের মাধ্যমে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ বছর সারা দেশে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী। বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবারের পরীক্ষা।